মেহেরপুর পৌর বিএনপির উত্তর শাখা কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির (উত্তর) নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ সড়কে এই কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুর রহীম, হাজী ফজলু খান, হাবীব ইকবাল, কামরুজ্জামান বাবু, মিজানুর রহমান মিজা, মফিজুল ইসলাম, শাহ ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)।

তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

মেহেরপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলা দলের উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল জেলা শাখার উদ্যোগে ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও ঘোষপাড়ায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নের সভাপতিত্বে প্রধান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আপনারা যারা ১০ কেজি চাল, মাতৃভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা বা এক টুকরো জমির

জন্য কষ্ট করেছেন আমরা সেই কষ্ট দূর করবো। আগামী দিনে কোনো গরিব মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। গরিব মানুষকে পৌরসভায় যেতে হবে না; পৌরসভাই গরিব মানুষের কাছে যাবে।

তিনি আরও বলেন, দশ কেজি চালের জন্য কাউকে আর ব্যাগ হাতে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। আমাদের সরকার নিজেই মানুষের দোরগোড়ায় সহায়তা পৌঁছে দেবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক, জেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেদানা আক্তার পলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিমা খাতুন, নেত্রী ফিরোজা আক্তার পপি, বিউটি, রঞ্জনা, মল্লি, কল্পনা, শেফালী, তানিয়া, লিনা, মারিয়া প্রমুখ।

উঠান বৈঠকে নেত্রীরা বিএনপির কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং তৃণমূল নারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি পুনরায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল

ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক, সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক

সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই গাংনীসহ জেলায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তার প্রতি দলের নেতা-কর্মীদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন না দেওয়া অন্যায় হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।

জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি চলবে বলে জানান নেতারা। তারা বলেন, দলের চূড়ান্ত মনোনয়নে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম অন্তর্ভুক্ত না করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান করা হবে।

যে প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব নয়, তা দেব না

ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল বুধবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১০টি স্থানে পথসভা করেন তিনি। এসময় বাবু খান এ কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না। যেমন বেহেশতের টিকিট দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না। কারণ আমরা জানি, এখানে যারা নেতারা আছেন, আমিসহ আমার কর্মী-সমর্থক এবং আপনারাও অনেকেই জানেন এটা পালন করা সম্ভব না। আমরা ওই প্রতিশ্রুতি দেব না। আমরা কী প্রতিশ্রুতি দেব?… আপনার সন্তান লেখাপড়া শেষ করলে বেকার থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দেব যে এখানে অনেক দিন ধরে হাসপাতাল হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে হয়নি। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখানে যাতে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা

নেব। এছাড়া রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও কাজ করব।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আরও বলেন, যতগুলো কৃষি প্রধান জেলা আছে, তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা অন্যতম। এখানে শুধু ধান, পাট, ভুট্টা, আখ এসব সাধারণ ফসলই হয় না; হয় ব্যতিক্রমী ফসলও। ফুলের চাষ হয়, ফলের চাষ হয়। পেয়ারা তো আমাদের কাছে পুরোনো বিষয়। এখন কমলা, মাল্টা, ড্রাগন, স্ট্রবেরি এমনকি আঙুরেরও চাষ হচ্ছে। এটা সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফল। অন্য কোনো জেলায় এভাবে হয় না। এটাকে আরও উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসময় বিএনপির ৩১ দফার প্রসঙ্গ টেনে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় আসে যা ৩১ দফার মধ্যে নেই সেটিও যোগ করা হবে। বিএনপি জনগণের কথা ভাবে। জনগণের কথা ভাবার কারণেই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও কখনো পিছিয়ে যাননি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সহসভাপতি আব্দার আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আশাবুল হক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মো. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি

কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানুষের অধিকারের জন্য এই দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যে নেত্রী যে নেতা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। লড়াই হবে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হলো একমাত্র পথ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

বেগম খালেদা জিয়া ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লড়াই করেছেন। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর কোন দেশ বাংলাদেশের মানচিত্রকে যদি কাঁপছে ধরে তার বিরুদ্ধে রাজপথের সংগ্রামে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ। ভোটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বেগম খালেদা জিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ানো। বেগম খালেদা জিয়া যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ ৫৬ হাজার বর্গমাইল ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদলের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাঁথুলী রোডে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচিতে যুবদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিল শেষে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ও দলীয় অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সমিউল ইসলাম লিজন ও সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনির নেতৃত্বে মিছিলে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, শিমুল বিশ্বাস, সুরুজ বাবু, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হাসান সুমন, সদস্য মফিজুল, লালন, জুয়েল রানা, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তামীম এবং জেলা জাতীয়তাবাদী সাইবার দলের সভাপতি মিলন আলীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে

মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ড, দক্ষিনচাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডে এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক, এনামুল হক শাহ মুকুলের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন। এনামুল হক শাহ মুকুল বলেন, “চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করলে স্বাধীনতার পরবর্তি অবহেলিত এ অঞ্চলে সামনের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এবং এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার উঠবে। এই চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম উন্নত এলাকা হয়ে উঠবে। আগামী নির্বাচনে

বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশে সৃষ্টি হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। তাই সবাই আসুন দলে, দলে, বিএনপির পতাকা তলে।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক মালেক মন্ডল এবং দর্শনা পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।